হিযবুত তাহ্‌রীর-এর
বাংলাদেশ
মিডিয়া কার্যালয়

বিস্‌মিল্লাহির রাহ্‌মানির রাহিম

তোমাদের মধ্যে যারা বিশ্বাস করে ও সৎ কাজ করে আল্লাহ্‌ তাদের এ ওয়াদা দিয়েছেন যে, তিনি তাদের পৃথিবীতে প্রতিনিধিত্ব দান করবেন, যেরূপ পূর্ববর্তীদের দান করেছিলেন আর তিনি অবশ্যই তাদের দ্বীনকে, যা তিনি তাদের জন্য মনোনীত করেছেন, সুদৃঢ় করবেন এবং তাদের ভয়-ভীতির পরিবর্তে তাদের নিরাপত্তা দান করবেন। তারা আমার ইবাদত করবে, আমার কোন অংশী করবেনা, অতঃপর যারা অকৃতজ্ঞ হবে তারাই ফাসেক।
[সূরা- আন নূরঃ ৫৫]

HIZB-UT-TAHRIR

নং: ০১/১৩০১১০

২৬ মহররম ১৪৩১ হিজরী

১৩ জানুয়ারি, ২০১০ ইং

প্রেস বিজ্ঞপ্তি

শেখ হাসিনার ভারত সফর নির্লজ্জ আত্মসমর্পনের ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়

বাংলাদেশের প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ও ভারতের প্রধানমন্ত্রী মনমোহন সিং এর মধ্যে আনুষ্ঠানিক বৈঠক শেষে, গতকাল ১২ জানুয়ারী, ২০১০, দিলী হতে প্রকাশিত দু'দেশের যৌথ ঘোষণা নির্লজ্জ আত্মসমর্পনের ঘোষণা ছাড়া আর কিছুই নয়। প্রকৃত অর্থে, এ ঘোষণার মাধ্যমে শেখ হাসিনা তার প্রভু রাষ্ট্রের প্রতি চুড়ান্ত দাসত্বের নমুনা প্রদর্শন করেছেন। যৌথ ঘোষণায় বলা হয়, দু'দেশের প্রধানমন্ত্রী ব্যাপক-বিস্তৃত ক্ষেত্রে পারস্পারিক সহযোগিতা ও সমঝোতার ভিত্তিতে একত্রে কাজ করার দৃঢ় অঙ্গীকার ব্যক্ত করেছেন। বস্তুতঃ এ অঙ্গীকারের ফলে শেখ হাসিনা ভারতের চাহিদা অনুযায়ী, মুশরিক শত্রুরাষ্ট্রের সাথে এমন সব বিষয়ে সহযোগিতা ও সমঝোতার হাত বাড়িয়েছেন, যাকে ব্যাপক-বিস্তৃত আত্মসমর্পনের ঘৃণ্য দলিল ছাড়া আর কিছুই বলা যায় না।

যৌথ ঘোষণায় বলা হয় সড়ক ও রেলপথে ভারত থেকে এবং ভারতে পণ্য আনা-নেয়ার জন্য চট্টগ্রাম ও মংলাবন্দর ব্যবহার করার সুযোগ দেয়া হয়েছে ভারতকে। যা ভারতকে অর্থনৈতিক দিক থেকে ব্যাপক ভাবে লাভবান করবে। আর, বাংলাদেশের জন্য কৌশলগত ভাবে হবে বিপদজনক। এছাড়া, দু'পক্ষ আশুগঞ্জ হতে এককালীন বা, *দীর্ঘমেয়াদী* ভারী পণ্য পরিবহণের (ওডিসি) ব্যাপারে ঐক্যমতে পৌঁছেছে। বস্তুতঃ এর মাধ্যমে ভারতকে দেয়া এককালীন ট্রানজিট সুবিধা, যে ব্যাপারে শেখ হাসিনা পূর্বেই সম্মতি প্রকাশ করেছেন, ভবিষ্যতে দীর্ঘমেয়াদী ও স্থায়ী ট্রানজিট সুবিধায় রূপান্তরিত হবে।

যৌথ ঘোষণায় আরও বলা হয় যে, দু'দেশের নিরাপত্তাজনিত ইস্যুতে শেখ হাসিনা ও মনমোহন সিং এর সরকার একে অন্যকে সক্রিয় সহযোগিতা প্রদান করবে। যার অর্থ দাঁড়াচ্ছে, শেখ হাসিনা ভারতের নিরাপত্তার রক্ষার ক্ষেত্রে সকল প্রকার সহযোগিতা প্রদান অব্যাহত রাখবে। পিলখানায় সেনা অফিসারদের নির্মম ভাবে হত্যার ষড়যন্ত্রে ভারতকে শেখ হাসিনার সরকারের সহায়তার কথা কাউকে স্মরণ করিয়ে দেয়ার প্রয়োজন নেই।

এছাড়া, শেখ হাসিনা আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাস দমনে পূর্ণ সহায়তা দানের চুক্তিতেও স্বাক্ষর করেন। শেখ হাসিনা কি অন্ধ যে, তিনি দেখতে পান না, আর্ন্তজাতিক সন্ত্রাস দমনের নামে কিভাবে যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন, ইসরাইল ও ভারত ইসলাম ও মুসলিমদের বিরুদ্ধে ক্রুসেড ঘোষণা করেছে? এছাড়া, ভারতের প্রধানমন্ত্রীর অনুরোধে শেখ হাসিনা জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদে স্থায়ী সদস্যপদে ভারতের প্রার্থিতাকে নীতিগত ভাবে সমর্থন দিতে সম্মত হয়েছে। তিনি কি দেখতে পান না যে, কিভাবে সন্ত্রাসী জাতিদের নিয়ে গঠিত এই পরিষদ মুসলিম দেশগুলোকে অন্যায় ভাবে আগ্রাসন, মুসলিম ভূমিতে দখলদারিত্ব প্রতিষ্ঠা ও নির্মম ধ্বংসযজ্ঞ পরিচালনা করাকে ন্যায়সঙ্গত করেছে? কিভাবে, এই সন্ত্রাসী চক্র গত ৫০ বছর ধরে কাশ্মীরে ভারতের অন্যায় আগ্রাসনকে নির্লজ্জ নৈতিক সর্মথন দিয়েছে?

এই দাসখতের বিনিময়ে শেখ হাসিনা আসলে কি পেলেন? এত কোন সন্দেহ নেই যে, শেখ হাসিনা ও তার সরকার এ সফরকে বিরাট 'কূটনৈতিক সফলতা' এবং 'রাজনৈতিক দূরদর্শিতা' আখ্যা দিয়ে ঢাকঢোল পিটিয়ে দেশবাসীর কাছে উপস্থাপন করবেন। বলা হবে মনমোহন সিং তাকে আশ্বস্ত করেছেন যে, টিপাইমুখী বাঁধ বাস্তবায়নে তারা এমন কোন পদক্ষেপ গ্রহন করবে না, যা বাংলাদেশের জন্য ভয়ঙ্কর ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়। এছাড়া, ভারতের প্রধানমন্ত্রী উদারহস্তে এক বিলিয়ন ইউ.এস ডলার ঋণ সহায়তা এবং ভারতীয় গ্রীড থেকে ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রদানেরও আশ্বাস করেছেন। টিপাইমুখী বাঁধের ব্যাপারে বলা যায় যে, গত ছত্রিশ বছর যাবত বিভিন্ন ইস্যুতে ভারতের প্রতারণাপূর্ণ আচরনের পর, এদেশের মুসলিমদের ভারতের এই ফাঁকা প্রতিশ্রুতিতে আশ্বস্ত হবার কোন কারণ নেই। আর, বিলিয়ন ডলার ঋণ সহায়তা ও ২৫০ মেগাওয়াট বিদ্যুৎ প্রাপ্তি আসলে কোন 'কূটনৈতিক সফলতা' কিংবা

'রাজনৈতিক দূরদর্শিতা' নয়। বরং, এটা হল, এদেশের মাটিতে সাম্রাজ্যবাদীদের হস্তক্ষেপকে আরও সুসংহত করার সুদূর প্রসারী চক্রান্তেরই অংশ।

হে মুসলিমগণ!

যুক্তরাষ্ট্র, ব্রিটেন ও ভারত শেখ হাসিনাকে ক্ষমতায় বসিয়েছে তাদের স্বার্থ বাস্তবায়ন এবং দখলদারীত্ব সুসংহত করার জন্য। এখন তার সরকার সে কাজ বাস্তবায়নের জন্য নিরলস চেস্টা চালিয়ে যাচ্ছে। অথচ আল্লাহ্‌ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা পবিত্র কুর'আনে বলেন,

"এবং আল্লাহ্‌ কখনই অবিশ্বাসীদের বিশ্বাসীদের উপর প্রভাব বিস্তার করতে দিবেন না" [সুরা আন-নিসা : ১৪১]

কাফের ও মুশরিকদের প্রভাব এবং দখলদারীত্ব নিশ্চুপভাবে মেনে নেয়া মুসলিমদের জন্য হারাম। হিযবুত তাহ্‌রীর সকলকে সরকারের এই বিশ্বাসঘাতকতার প্রতিবাদ জানানোর আহ্বান করছে। এবং এই সরকারকে অপসারণ করে খিলাফত প্রতিষ্ঠার আহ্বান জানাচ্ছে যা আমাদের স্বার্থরক্ষা করবে, কাফের-মুশরিকদের নয়।

হিযবুত তাহ্‌রীর-এর বাংলাদেশ মিডিয়া কার্যালয়